بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (৯ ডিসেম্বর ২০১১)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৯ ডিসেম্বর ২০১১-এর (৯ ফাতাহ্, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর পর থেকে আজ পর্যন্ত বিরোধীরা কখনও দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে নয় বরং জেদ, হঠকারিতা, অহংকার এবং হীন স্বার্থের খাতিরে তাঁর (আ.)-এর দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। এর বিপরিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হাজার হাজার দলিল প্রমাণ দিয়ে কুরআন, হাদীস, এবং অতীতের খোদাভীরু আলেমদের বক্তব্য ও বিভিন্ন তফসীরের আলোকে প্রমাণ করেছেন যে তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী যাঁর ভবিষ্যদ্বাণী কুরআন ও হাদীস গ্রন্থগুলোতে রয়েছে। তারপর তিনি (আ.) নিজের সমর্থনে ঐশী নিদর্শনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। সকল পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে যে ব্যবহার করেছেন তা তিনি সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যাদের হৃদয়ে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মোহর লেগে যায়, যাদের তিনি হেদায়েত দিতে না চান, তাদের কেউ সঠিক পথ দেখাতে পারে না। তাদের হৃদয়ের উপর যে তালা লেগেছে তা কেউ খুলতে পারে না। কিন্তু সৌভাগ্যবান মানুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর হাতে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। যাদের অদৃষ্টে আল্লাহ্ তা'লা হেদায়েত লিখে রেখেছিলেন তাঁরা দীক্ষা বা বয়াতের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। কিন্তু যারা নামধারী আলেম-ওলামার ভয়ে বা তাদের অনুকরণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত করেনি তারা এশী কৃপা বর্ষিত হওয়া সত্ত্বেও, আধ্যাত্মিক বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সেই কৃপা ও বৃষ্ঠি থেকে বঞ্চিত রইল। এর বিপরিতে আমি যেমন বললাম আল্লাহ্ যাদের হেদায়েত দিতে চান যাদের মাঝে নেকী আছে, যারা সৎ প্রকৃতির তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মেনে নিচ্ছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেও মেনেছেন আজও মানছেন। কারণ তারা জানেন যে নৈরাজ্যের যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের কথা ছিল সেসব ফেৎনা ফাসাদের লক্ষণাবলী পূর্ণ হয়ে গেছে। ইহজাগতিক কামনা-বাসনা অনেক বেশী এবং আল্লাহ্র ভয় কমে গেছে। এটি এতটা বেড়ে গেছে যে নাম সর্বস্ব মৌলভী এবং তাদের চেলারা অধ:পতনের চরমে পৌঁছে গেছে। তারা এতবেশী অধঃপতিত হয়েছে যে, আহমদীদের উপর নির্যাতনের জন্য কুরআন মজিদ এবং মহানবী (সা.)-এর অবমাননা করতে বিরত হয় না এবং বলে যে এটা আহমদীরা করেছে। তারা নিজেরা কুরআন শরিফের পবিত্র ও বরকত মন্ডিত পৃষ্ঠা মাটিতে, নর্দমায় বা ময়লা আবর্জনার টুকরিতে ফেলে দিয়ে কোন আহমদীকে অভিযুক্ত করে। অথচ আহমদীর কাঁধে যে ফেরেস্তারা আছেন তারাও জানতে পারেন না যে এসব কি হচ্ছে? সেই আহমদী কেবল তখন জানতে পারে যখন তাকে গ্রেফতার করার জন্য বাড়ীতে পুলিশ আসে বা রাস্তায় তার বিরুদ্ধে মিছিল বের হয়। তারা এটাও করে যেমন স্কুলের দেয়ালে বা

আপত্তিকর জায়গায় অন্যায়ভাবে আমাদের প্রিয় নবী হযরত রসূল করিম (সা.)-এর নাম লেখে তারপর ঐ স্কুলের কোন আহমদী ছাত্রের উপর এর দায়ভার চাপিয়ে দেয়। তারপর ঐ ছাত্রকে স্কুল থেকে বের করে দেয়, তার উপর অত্যাচার চালায়, মারধর করে। শুধু তাই নয়, বরং রসূল (সা.)-এর অবমাননার মামলা তার উপর চাপানোর চেষ্টা করা হয় যার কোন জামিন পাওয়া যায় না এবং শাস্তিও সর্বোচ্চ। অথচ হযরত নবী করিম (সা.)-এর সম্মান রক্ষার খাতিরে প্রত্যেক আহমদী নিজের জীবন উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত। কেবল নিজেই নয় বরং তার নিজ সন্তানদেরও উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত থাকে।

আমাদের নিরোপরাধ ছেলে মেয়েদের প্রতি এমন অপবাদ আরোপ করা হয়, যে বিষয়ে তারা কখনো ভাবতেও পারে না। নৈতিক অবঃক্ষয় যখন এ পর্যায়ে পৌঁছে যায় খোদাভীতি যখন পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং নীচ ও হীন আচার আচরণ চরমে পৌঁছে যায় তখন নিপীড়িতদের আর্তনাদ, দোয়া ও আহাযারী স্বীয় ফলাফল প্রকাশ করে থাকে। কাজেই বর্তমানে পাকিস্তানে যে অবস্থা বিরাজ করছে, যে পরিস্থিতির মাঝে আহমদীরা দিনাতিপাত করছেন, এমতাবস্থায় যেভাবে আমি পূর্বেও বহুবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, আমাদের দোয়ার কেন্দ্রবিন্দু যেন শুধু আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের উন্নতির জন্যই হয়। যাতে করে আল্লাহ্ তা'লা সে সব লোকদেরকে অচিরেই ধৃত করেন যারা আল্লাহ্, ইসলাম নামে চরম অত্যাচার করছে, আল্লাহ, ইসলাম এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দুর্নাম করার চেষ্টা করছে। আর আমাদেরকে এ দোয়ার প্রতিও মনোযোগী হওয়া উচিত যে, তাদের মধ্য থেকে যারা সৎপ্রকৃতির অধিকারী আল্লাহ্ তা'লা তাদের যুগ ইমামকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সালাম পৌঁছে দেয়ার তৌফীক দান করেন। এম.টি.এ-তে আমাদের যে সকল অনুষ্ঠানাদি সম্প্রচারিত হয় বিশেষ করে লাইভ অনুষ্ঠানে অনেক ফোনকারী বাস্তবতা উপলব্ধির পর বয়াত করে থাকেন। সুতরাং মুসলমানদের অধিকাংশই এই অশান্তি ও অত্যাচারের সাথে সম্পৃক্ত, এমন নয়। কিন্তু এ কথা ঠিক, একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী লোক ভয় ও অজ্ঞতার জন্য আহমদীয়াতের বার্তা বুঝতে চায় না, আর বুঝলেও রাষ্ট্রীয় আইনের ভয়ে ভীত। আর মোল্লাদের ভয়ে রাষ্ট্রের আইন আহমদীদের সাধারণ নাগরিক অধিকার দিতেও প্রস্তুত নয়। এখানে আইনের শাসন নয় বরং সেখানে এখন মোল্লাদের শাসন চলছে। অল্পজ্ঞানী মোল্লারা বলে, নাউযুবিল্লাহ্ (আমরা আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় প্রার্থনা করি) আহমদীরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিবর্তে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে শেষ নবী বলে মান্য করে অথচ এটা পুরোপুরি ভুল কথা। আমরা তো বলি, মহানবী (সা.)-এর এ নিষ্ঠাবান প্রেমিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয় বরং সকল নবীর প্রতিচ্ছবিরূপে সমস্ত ধর্মের মান্যকারীদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পদতলে একত্রিত করতে এসেছেন। তিনি তাঁর দলিল ও অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা বিশ্ববাসীর মুখ বন্ধ করেছেন। ইসলামের উপর আক্রমনকারীদের বিরুদ্ধে তিনি এক সীসা গলিত প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে গেছেন। তিনি তাঁর দলীল ও অকাট্য যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর উপর হামলাকারীদের শুধু প্রতিহতই করেন নি বরং পিছু হটিয়েছেন। বরং এ সব দলীল প্রমাণ ও অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে তিনি শত্রুদের উপর এমন আক্রমণ করেছেন যে, পলায়ন ছাড়া তাদের জন্য আর কোন পথই খোলা থাকেনি। তাঁর প্রতি ইলহাম হয়েছে, (বনীইস্রাঈল) قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا অর্থাৎ সত্য এসেছে আর মিথ্যা পলায়ন করেছে। মিথ্যার অদৃষ্টে পলায়নই লিখা থাকে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) হতেই সমস্ত কল্যাণ। অতএব যিনি শিখিয়েছেন এবং শিখেছেন উভয়েই কল্যাণমন্ডিত। এ সব ইলহাম এবং এর সাথে ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় আরো কিছু ইলহাম উল্লেখের পর তিনি তাঁর **'তিরিয়াকুল কুলূব'** পুস্তকে লিখেন, **''এ সব ইলহামে এ ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমরা হাতে এবং আমারই মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের সত্যতা আর বিরোধী ধর্মগুলোর মিথ্যা হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করবেন। অতএব, আজ সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হচ্ছে। কেননা আমার বিরুদ্ধে কোন বিরুদ্ধবাদী তার ধর্মের সত্যতা প্রমাণের সামর্থ রাখে না। আমার হাত দ্বারা ঐশী নিদর্শন প্রকাশিত হচ্ছে এবং আমার কলম দ্বারা কুরআনের প্রকৃত তত্ত্ব ও মা'রেফত দেদীপ্যমান। উঠো! সারা পৃথিবীতে খুজে দেখ, খ্রিস্টান, শিখ, ইহুদী অথবা অন্য কোন ফির্কার মাঝে কি এমন কেউ আছে যে ঐশী নিদর্শন প্রদর্শনে, সুক্ষ তত্ত্বজ্ঞান বর্ণনায় এবং সত্য বলার বিষয়ে আমার সামনে দাঁড়াতে পারে? আমি সেই সত্ত্বা যার সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে তার যুগে (ইসলাম ছাড়া) সব ধর্মই বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু ইসলাম এমনভাবে ঝলমল করবে যে মধ্য যুগে যা কখনও ঘটেনি।''**

অতএব ইসলামের সুন্দর শিক্ষা আজ আমরা তাঁর (আ.)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে দেখছি। বর্তমানে শুধু মাত্র তাঁর (আ.) এর অনুসারিদেরকে খিলাফতের ছায়ায় সুশৃঙ্খলভাবে এবং এক ব্যবস্থাপনার অধিনে সারা বিশ্বে ইসলামের তবলীগ করতে দেখছি। ইসলামের এ প্রচার আফ্রিকাতে হোক বা ইউরোপে, অন্য কোন মহাদেশ বা দেশেই হোক কেবল আহমদীয়া মুসলিম জামাতই ইসলামের সঠিক ও প্রকৃত চিত্র তুলে ধরছে।

কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর ওপর ইসলামের শত্রুদের আক্রমনের প্রেক্ষাপটে আমি যখন জামাতকে বললাম, তোমরা কুরআনের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা কর এবং কুরআনের সুমহান শিক্ষা তুলে ধর। এর ফলে আল্লাহর কৃপায় বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী হয়েছে এবং হচ্ছে। বিভিন্ন স্থান থেকে এসম্পর্কিত রিপোর্ট আসছে। এ সব প্রদর্শনীতে আগমনকারী অমুসলিমরা মন্তব্য করেছে, তোমরা যে ইসলাম, কুরআন ও কুরআনের শিক্ষা উপস্থাপন করছো তা দেখে শুনে আমরা আশ্চর্য বোধ করছি। আমরা এ সুমহান শিক্ষার বিরোধীতা কিভাবে করছি তা ভেবে অবাক লাগে। ইসলামের সুমহান শিক্ষার এ সুন্দর দিকটি আমাদের সামনে কখনো আসেইনি। এটা আমাদের অজ্ঞতা। তাদের অধিকাংশই দু:খ প্রকাশ করেছেন। তারা কুরআন শরীফ ও অন্যান্য ইসলামী বই পুস্তক নিজেদের সাথে নিয়ে যান। এ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সুশিক্ষিত ও ভদ্র মুসলমান, খ্রিস্টান ও অন্যন্য ধর্মালম্বীরাও রয়েছেন। বিনা ব্যতিক্রমে সবাই এ কাজের প্রশংসা করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কেবল মোল্লাদের একটি শ্রেণী কোন কোন দেশে এর বিরোধীতা করছে। ইসলামের এ সৌন্দর্যমন্ডিত শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেবার বিরোধীতা করছে। হয়তো আমি পূর্বেও এ ঘটনার এখানে উল্লেখ করেছি যে ভারতের দিল্লীতে ভাড়া করা সরকারী এক বড় হলে আমরা কুরআন প্রদর্শনীর আয়োজন করি। সেখানে মোল্লারা কিছু সংখ্যক দুস্কৃতিকারীদের নিয়ে এসে এতো গন্ডোগোল করে যে তিনদিনের এ প্রদর্শনীকে দু'দিনে গুটিয়ে ফেলতে হয়। তথাপি এ দু'দিনেও সেখানে এক গভীর প্রভাবে পড়েছে। সেখানকার একজন শিক্ষিত, ভদ্র ও মর্যাদা সম্পন্ন ব্যাক্তি কুরআন প্রদর্শনী দেখার পর কাদিয়ানে আসেন। তিনি বলেন, আমি প্রথমবার কাদীয়ানে এসেছি। যারা কুরআনের এবং ইসলামের এত বড় সেবা করছে তাদের আবাসস্থল দেখার আমার ইচ্ছা হলো। তিনি কাদিয়ান ঘুরে দেখেন এবং প্রভাবান্বিত হয়। অত্যন্ত দু:খের সাথে বলছি এখানে যুক্তরাজ্যে কিছুদিন পূর্বে এক স্থানে কুরআন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হলে মোল্লাদের হৈহুল্লুড়ের কারণে পুলিশ আমাদের ব্যাবস্থাপনায় প্রদর্শনী না করার অনুরোধ করে। নিয়মানুযায়ী এমন অনুরোধ আমাদেরকে যুক্তির মাধ্যমে প্রত্যাখান করা উচিত। কিন্তু সেখানকার জামাত বা স্থানীয় ব্যবস্থাপনা তাদের অনুরোধ মেনে নেয় এবং প্রদর্শনী বন্ধ করে দেয়। এদেশ ও ইউরোপে যেখানে সবধরনের স্বাধীনতা রয়েছে এবং সরকারের পক্ষ থেকেও স্বাধীনতা প্রদানের ঘোষণা দেয়া হয় সেখানেও যদি মোল্লাদের প্রশ্রয় দেই তবে এখানেও আমরা ধর্মীয় উগ্রতাকে উৎসাহিত করবে। আমাদের একথা প্রশাসনকেও ভালভাবে বুঝাতে হবে এবং সেখানে পুনরায় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা উচিত। অনেকে বলেন নিরবে প্রদর্শনী করা উচিত। নিরবে প্রদর্শনী করলে কী লাভ হবে? একদিকে আমাদের দাবী হলো আমরা আল্লাহ্‌র বীরের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবো আর অপরদিকে কপটতা প্রদর্শন করবো! এটি হতে পারে না। আমি যেভাবে বলেছি, এ দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত আছে। সরকার দাবী করে, এখানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাই প্রশাসনকে বলুন, তোমাদের কাজ হলো আইন প্রয়োগ করা এবং প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার প্রদান করা এবং তাদের নিরাপত্তা বিধান করা। তোমরা এ দায়িত্ব পালন কর।

যাহোক, এই হলো মোল্লাদের অবস্থা, অমুসলিম দেশসমূহে যেমন ভারত অথবা যুক্তরাজ্যে যখন কুরআন এবং ইসলামের বাণী পৌঁছানোর প্রচেষ্টা চালানো হয় তখন অমুসলিম নয় বরং এই নাম সর্বস্ব মুসলিম আলেমরাই এর বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হয় আর বলে, এই ভয়ানক কাজ, কুরআন করীমের অনুপম শিক্ষা প্রচারের কাজ আহমদীরা করছে এটা কিভাবে হতে পারে আমরা এটা কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। এই হলো ইসলামের তথাকথিত ঠিকাদারের আসল চেহারা ও স্বরূপ। কিন্তু আমাদেরকে আমাদের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। আমাদেরকে যেকোন অবস্থায় ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মুখ বন্ধ করতে হবে এবং আমরা কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিবই, ইনশাআল্লাহ তা'লা।

আমি যেভাবে বলেছি পশ্চিমা দেশগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, এরা আইনের সামনে সবাইকে সমান চোখে দেখে থাকে তাই এখানে আমাদের কাজ-কর্মে কেউ বাধা দিলে আইনের সাহায্য নেয়া উচিত। এখানে আমি তাদের আইনের সৎ গুণের একটি উদাহরণ উপস্থাপন করছি, সম্প্রতি আমি ইউরোপ সফরে গিয়েছিলাম আর ফেরার পথে হল্যান্ডেও একটি জুমুআ পড়েছিলাম এবং সেখানে প্রদত্ত খুতবায় আমি সেখানকার রাজনৈতিবিদ, সংসদ সদস্য এবং একটি দলের নেতা যার নাম গিয়ার্ট ওয়াইল্ডার্স, তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলাম, ইসলামের বিরুদ্ধে এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে কটুক্তিতে তোমরা যে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ, অশালীন কথাবার্তা বলছো, চরম শত্রুতা করছো এ থেকে বিরত হও নতুবা সেই খোদার লাঠিকে ভয় কর যা নিরব এবং নির্ধারিত সময়ে তোমাদের মত লোকদের ধ্বংস ও নিঃশিহ্ন করে দেয়। সেই খোদা তোমাদের মত লোকদের শাস্তি দেবার ক্ষমতা রাখেন। আমি এটিও বলেছিলাম, আমাদের কাছে কোন জাগতিক ক্ষমতা নেই আমরা দোয়ার মাধ্যমে তোমাদের মত লোকদের মোকাবেলা করবো। আমাদের প্রেস বিভাগের ইনচার্জ যখন খুতবার সারাংশ সম্বলিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বানিয়ে আমার কাছে এনেছেন তখন অন্যান্য বিষয় তো তিনি লিখেছিলেন কিন্তু এই বাক্যটি তিনি লিখেননি। আমি তাকে বলেছি, এ বাক্যটি অবশ্যই লিখুন 'আমাদের কাছে পার্থিব কোন অস্ত্র নেই'। কিন্তু আমি বলেছিলাম, 'আমরা দোয়া করি, তুমি এবং তোমার মত যারা আছে তারা যেন নিঃশিহ্ন হয়ে যায়'। সত্য কথা হলো আমাদের সকল বিরুদ্ধবাদীদের এবং শত্রুদের সাথে আমাদের মোকাবেলা দলিল-প্রমাণ এবং দোয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। যাইহোক, রাজনৈতিক গিয়ার্ট ওয়াইল্ডার্স আমাদের এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পড়ে সরকারকে চিঠি লিখেছে এবং সরকারের কাছে অর্থাৎ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে কিছু প্রশ্ন রেখেছে। যখন প্রশ্ন সেখানে গেল এবং পত্রপত্রিকা ও সংবাদ মাধ্যমে তা প্রচারিত হলো সেখানকার জামাত আমাকে সে সম্পর্কে পত্র লিখেছে, আর এমন ভাবে লিখেছে মনে হয় কিছুটা ভীতি কাজ করছিল। এতে আমি তাদের বলেছিলাম, যদি স্বরাষ্ট মন্ত্রনালয় থেকে জিজ্ঞাসা করে তাহলে ভয় পাবার দরকার নেই। অস্থির হওয়ারও প্রয়োজন নেই, নিজেদের অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরুন। বাজে কার্যকলাপ করে এহেন বিষয়ের ভিত্তি সে ব্যক্তিই রচনা করেছে। সে মহানবী (সা.) সম্পর্কে বাজে চলচিত্রও বানিয়েছে, খুবই আপত্তিকর ভাষা সে ব্যবহার করেছিল, ইসলামের দুর্নাম করেছিল। আমরা তো এর জবাব দিয়েছিলাম মাত্র, খোদা তা'লা তার নবীর বিষয়ে আত্মাভিমান রাখেন এবং ধৃত করতে পারেন। খোদা তা'লাকে ভয় করা উচিত।
যা হোক, সে (গিয়ার্ট ওয়াইল্ডার্স) সরকারকে যে প্রশ্ন পাঠিয়েছিল কিছুদিন পর সরকার তার উত্তরও দিয়েছে এবং তা সেখানকার পত্র-পত্রিকায়ও এসেছে।

গিয়ার্ট ওয়াইল্ডার্স প্রথম প্রশ্ন এটি করে যে, World Muslim Leader sends warning to Dutch politician Geert Widers শিরোনামে প্রবন্ধটি সম্পর্কে আপনি অর্থাৎ হল্যান্ডের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় কি অবহিত? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে উত্তর দেন, হ্যাঁ আমি জানি এই প্রবন্ধ আমি পাঠ করেছি। অত:পর আমার নাম উল্লেখ করে এই নেতা মন্ত্রীকে পরবর্তী প্রশ্ন এটি জিজ্ঞেস করেছে যে, মির্যা মাসরূর আহমদ বলেছেন, শোন তুমি ও তোমার দল এবং তোমার মত প্রত্যেক ব্যক্তি পরিশেষে ধ্বংস হবে। সে নিজে এর ব্যাখ্যা করে লিখে, এই নৈরাজ্যকর বিবৃতির পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রনালয় এই ইসলামী দলের বিরূদ্ধে কি পদক্ষেপ নেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন? হল্যান্ডের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জবাব দেন, মির্যা মাসরূর আহমদ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, এ রকম ব্যাক্তি বা দল কোন বিদ্রোহ বা কোন যুদ্ধের মাধ্যমে নয় বরং কেবল দোয়ার মাধ্যমে ধ্বংস হবে। (তিনি বলেন) এ বর্ণনায় আমি এমন কোন বিষয় দেখতে পাই না যা বিশৃঙ্খলাকে উসকে দেয় বা যা বিশৃঙ্খলার কারণ হতে পারে। তাই আমি আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার কোন কারণ খুঁজে পাই না। তারপর তিনি তৃতীয় প্রশ্ন করে, আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় হল্যান্ডের, বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের এবং মির্যা মাসরূর আহমদের সাথে কি সম্পর্ক? হল্যান্ডের সেই মন্ত্রী জবাব দেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাত হল্যান্ড, বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতেরই একটা অংশ। এটা ছিল তার উত্তর এই হলো এসকল লোকদের ন্যায়পরায়নতা। একজন রাজনীতিবিদ যে একটি দলের নেতা ও পার্লামেন্টের সদস্য, একই সাথে তার স্বধর্মীয় কিন্তু সেও যখন প্রশ্ন করে তার প্রশ্নের ন্যায় সঙ্গত উত্তরও প্রদান করা হয়। এখন শুনেছি জামাতের কোন নেতিবাচক দিক সামনে আনার উদ্দেশ্যে সেই নেতা জামাতের

ব্যাপারে বিশেষ গবেষণা করছে। কিন্তু জানা দরকার বিরুদ্ধবাদীরা শত চেষ্টা করুক, এটা ঐশী জামাত এবং সর্বদা সে কথাই বলে যা সঠিক ও সত্য। এখানে তারা কেবল এগুলোই দেখবে।

অতএব এ যুগের ইমাম আমাদেরকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের বাণী পৌঁছানোর এবং শত্রুর মুখ দলিল প্রমাণ দ্বারা বন্ধ করার দায়িত্ব সোপর্দ করেছেন। প্রত্যেক আহমদী নিজ নিজ সামর্থ ও সাধ্যানুযায়ী এ কাজ করে চলেছে। যেখানেই ইসলামের উপর ইসলামের শত্রুদেরকে আক্রমণ করতে দেখে সেখানেই আহমদীগণ তা প্রতিরোধ করেন এবং দাঁত ভাঙ্গা জবাবও প্রদান করেন এবং পৃথিবীবাসীকে বুঝায়ও । আর এটি হযরত মসীহে মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমেই প্রাপ্ত জ্ঞান ও তত্ত্ব জ্ঞান যা আমরা ব্যবহার করে থাকি। যার বদৌলতে প্রত্যেক আহমদী কোন হিনমন্যতা ছাড়াই বড় বড় নেতা ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের নিকট ইসলামের বাণী পৌঁছাচ্ছেন। অন্যরা নেতাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলেও, তারা যায় সাহায্য বা কোন জাগতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। কখনো ইসলামের বাণী পৌঁছানোর সৎসাহস দেখায় না। কয়েকদিন পূর্বে আমাদের কাবাবীর জামাতের আমীর সাহেবের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে ইটালী যাওয়ার সুযোগ হয়। যাওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে অবহিত করেছেন যে এই প্রতিনিধি দলে সব ধর্মের প্রতিনিধি তারা রেখেছে এটি একটি ধর্মীয় সফর পোপের সাথে সাক্ষাত হবে বরং পোপের আমন্ত্রনে যাচ্ছেন। তিনি বলেন যে যদি আপনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন আপনার পক্ষ থেকে পোপকে উপহার স্বরূপ কোরআন করিম এবং আপনার কোন বাণী দিতে চাই। আমি তাকে বললাম, খুব ভালকথা, দিন। তাকে আমি এখান থেকে নিজ বাণী লিখিয়ে পাঠালাম যে গিয়ে পোপকে দিয়ে দিন। তিনি এর ফটোকপি করে নিয়েছেন সেখানে পোপকেও দিয়েছেন এবং ভেটিকানের বড় বড় পাদ্রীদেরও দিয়েছেন। পোপকে উপহার স্বরুপ কুরআন করিমও দিয়েছেন। উপহার দেয়ার ছবি স্থানীয় পত্র পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। তিনি এরপর যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন এর একটি অংশ পড়ে শুনাচ্ছি।

শরীফ ওদে সাহেব লেখেন, আমি ইটালির পোপের আবাসস্থল ভেটিকান সিটিতে ১০ নভেম্বর, ২০১১ তারিখে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাত করেছি যাদের মধ্যে ইসরাঈলের খাখাম আযম অর্থাৎ ইহুদীদের সবচেয়ে বড় রিবায়ী এবং কিছু খ্রিস্টান অপর কিছু ইহুদী ও কতক মুসলমান কর্মকর্তাগণ শামিল ছিলেন। খাকসার পোপকে হুযূরের চিঠি দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, এ চিঠিতে বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেতার গুরুত্বপূর্ণ বাণী রয়েছে। তিনি এ চিঠি স্বয়ং নিজ হাতে গ্রহণ করেছেন। এমনিভাবে আমি তাকে ইটালিয়ান ভাষায় অনুবাদকৃত একটি কুরআন শরীফ উপহার হিসেবে প্রদান করেছি। ইটালিয়ান ও ইসরাঈলী টিভি অধিকন্তু ইতালীয় পত্র-পত্রিকাগুলোও আর ইসরাঈলের আরবী ও ইবরানী পত্র-পত্রিকা পোপের সাথে খাকসারের ছবি প্রকাশ করেছে। সাক্ষাতের পর ভেটিকান রেডিওতে একটি সংবাদ সম্মেলন হয়, আমি সেখানে হুযূরের পত্রের উল্লেখ করেছি এবং উক্ত পত্রের সারসংক্ষেপ বর্ণনা করেছি অতঃপর সাংবাদিকদের মাঝে উক্ত চিঠির ফটোকপি বিতরন করি। এমনিভাবে আমি ভেটিকানের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক চার্চের দায়িত্বে নিয়োজিত কার্ডিনালদেরও এর অনুলিপি সরবরাহ করেছি। আমি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক কমিটির সাথেও সাক্ষাত করেছি আর যে পত্র পোপকে লিখেছিলাম তার সারাংশ হল, প্রথমে কিছু দোয়া ছিল এরপর পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি ছিল, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ (সূরা আলে ইমরান) অর্থাৎ: তুমি বলে দাও, হে আহলে কিতাব! এ বাক্যটির দিকে আস যা আমাদের ও তোমাদের উভয়ের জন্য সমান আর তা হল, আমরা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো উপাসনা করব না আর না-ই কারো সাথে তাঁকে শরিক করব। আর আমাদের কেউ আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য কাউকে প্রভু জ্ঞান করবে না।

এছাড়া আমি যা লিখেছি তার সারসংক্ষেপ বলছি, বর্তমান যুগে ইসলামকে আক্রমনের লক্ষ্যে পরিণত করা হচ্ছে। যদিও কতক মুসলমানের কর্মকান্ডের দরুন এমনটি হচ্ছে কিন্তু যে যুক্তিতে আক্রমন করা হচ্ছে তা একেবারেই ভুল। মুসলমানদের এই শ্রেণীর ভ্রান্ত কর্মকান্ডের দরুন শিক্ষিত লোকেরাও ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধাচারন করতে দ্বিধা করে না। যেভাবে প্রত্যেক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার একটি শিক্ষা থেকে থাকে অথবা ধর্মীয় শিক্ষা থাকে আর তা হলো বান্দাকে খোদার সাথে সম্পৃক্ত করা, ইসলামের শিক্ষা ঠিক এমনি বরং এর চেয়ে উত্তম।

তাই কিছু লোকের ভ্রান্ত কর্মের দরুন ইসলামের ওপর অন্যায় আক্রমণ হওয়া উচিত নয়। ইসলাম আমাদেরকে বাইবেলে এবং কুরআনে উল্লেখিত সকল নবীদের সম্মান করার শিক্ষা দেয়। আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নগন্য খাদেম। আমরা তখন মারাত্মকভাবে মর্মাহত হই যখন আমাদের নবী করিম (সা.)-এর সম্মানে আঘাত করা হয়। আমরা উক্ত আক্রমনের প্রতিউত্তর দিয়ে থাকি তবে তা নবী করিম (সা.)-এর উত্তম আদর্শ জগতের সামনে উপস্থাপনের মাধ্যমে। কুরআনের শিক্ষা দুনিয়ার সামনে উপস্থাপনের মাধ্যমে যা প্রেম প্রীতি ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা। ইসলামের মূল ভিত্তি হলো-তাকওয়ার উপর পরিচালিত হওয়া। আর এ বাণীকেই সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে আমাদের মসজিদ থেকে পাঁচ বেলা তা প্রতিধ্বনিত হয় যাতে খোদার মহিমা বর্ণনা করা হয়। আর এই ঘোষণা করা হয় হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্ তা'লার রসূল। আর তাঁকে এটাও লিখা হয়েছে, বর্তমানে জগতের শান্তি বিনষ্ট হওয়ার কারণ, মুক্ত চিন্তা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে অনেক লোক অন্যের আবেগ-অনুভূতিতে আঘাত হানছে। আর ধর্মীয় কারণেও মানুষকে কষ্ট দেয়া হচ্ছে। আজ কাল পৃথিবীতে সীমিত পরিসরে যুদ্ধ হচ্ছে। আজ পৃথিবীবাসীর এই যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টা করা উচিত। নতুবা এটা বিশ্ব যুদ্ধের রূপ নিতে পারে। যার পরিণাম, যার ধ্বংসযজ্ঞ, হবে অবণর্নীয়। আমি তাঁকে আরো লিখেছি আমাদেরকে আজ জাগতিক উন্নতির মোহে আচ্ছন্ন হওয়ার পরিবর্তে একে ধ্বংসের হাত থেকে বাচাঁনোর জন্য বেশি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। নতুবা এ ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং ধর্মীয় নেতাদের পরস্পরিক শত্রুতা ও অন্যের অধিকার হরণের পরিবর্তে জগতকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। আরও আমি লিখেছি- পৃথিবীতে যেহেতু আপনার কথার একটা গুরুত্ত আছে, সবচে বেশি অনুসারী আপনার তাই চেষ্টা করুন, বিশ্বের সব ধর্ম পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার সচেষ্ট হয়। আর এভাবে নিজের সৃষ্টিকর্তা, এক খোদাকে চিনার দিকেও মনোযোগ দিন।

এটা হলো সেই চিঠির সারসংক্ষেপ যা আমি তাঁকে পাঠিয়েছি। এই বাণী তাঁর বোধগম্য হয়ে থাকবে আর তিনি হয়তো পড়েছেন এটিই আমার প্রত্যাশা। তারা যেন মানবিক মূল্যবোধ এবং ধর্মের সম্মান প্রতিষ্ঠাকারীহয়ে যান, আর সর্বোপরি এক খোদাকে যেন চিনতে পারেন। শরীফ সাহেবের রিপোর্ট থেকে বুঝা যায় যে, সেখানে অন্যান্য মুসলমান ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং কিছু হর্তাকর্তারাও ছিলেন। কিন্তু পোপকে ইসলাম ও কুরআনের বাণী পোঁছানোর সুযোগ শুধুমাত্র যুগ ইমাম ও আল্লাহ্‌র মহান বীরের এক সেবকই পেয়েছে। তারপরও এ লোকেরা বলে, আহমদীরা মুসলমান নয়, এরা মহানবী (সা.) এবং কুরআন করিমের অবমাননাকারী নাউযুবিল্লাহ্। আমরা তো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আজ পর্যন্ত নুতন মহিমার সাথে ইসলামের সফলতার দৃশ্যাবলী অবলোকন করছি। এমন কি অমুসলিম যাদের হৃদয়ে হিংসা বিদ্বেষ নেই তারাও স্বীকার করছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিশ্চিতভাবে তাঁর আসল উদ্দেশ্যকে অর্জন করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এক মামলা হয়েছিল যা খুবই বিখ্যাত এক মামলা। এটা হেনরী মার্টিন ক্লার্ক নামক এক প্রাদ্রী করেছিলো। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে মোকাবেলায় খ্রিস্টানদের যে পরাজয় হয় মূলত এর প্রতিশোধ নেয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। এর বিস্তারিত বর্ণনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকে অর্থাৎ জঙ্গে মুকাদ্দাসে রয়েছে। এ মামলায় মার্টিন ক্লার্ক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা খুনের মামলা দায়ের করেন। এর বিস্তারিত বর্ণনা তাঁর (আ.)-এর পুস্তক, কিতাবুল বারিয়াতে রয়েছে। যাই হোক এই মামলা থেকে ঐ সময়ের জজ ক্যাপন্টেন ডগলাস হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে সসম্মানে মুক্তি দেন। তিনি (আ.) এই জজকে দ্বিতীয় পিলাতুস (পিলাত) বলে আখ্যায়িত করেন। এটি বিস্তারিত একটি বিষয়। ডক্টর হেনরী মার্টিন ক্লার্ক এই মামলায় অত্যন্ত অপদস্ত হন। বরং বিচারক বলেছিলেন আপনি তার বিরুদ্ধে মানহানীর মামলা করতে পারেন।

কয়েক দিন হলো- আমাদের এমটিএর আসীফ সাহেব আমাকে বলেছেন, হেনরী মার্টিন ক্লার্কের প্রপৌত্রের সাথে তার যোগাযোগ হয়েছে। সে আমার সাথে সাক্ষাত করতে চায়। আমি তাকে বললাম, স্বানন্দে আসতে পারেন। তাকে যে কোন দিন নিয়ে আসুন। কয়েকদিন পূর্বে তার আমার সাথে সাক্ষাৎ হয়। এ ধরণের সাক্ষাত হয়েই থাকে কিন্তু তিনি যেসব কথা বলেছেন তার মধ্য থেকে কিছু আপনাদের সামনে রাখছি যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন, দেখুন আল্লাহ্ তা'লা আজও কত অসাধারণভাবে তাকে সাহায্য

করছেন। কথা প্রসঙ্গে আমি 'জঙ্গে মুকাদ্দাস' এর বরাতে কথা বললে তিনি বলেন, আমি অতি সম্প্রতি এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছি। কিন্তু আজ আমি বুঝতে পেরেছি, (তার প্রপৌত্রের বর্ণনা) হেনরি মার্টিন ক্লার্ক অতীতেই হারিয়ে গেছে। অথচ তার প্রতিপক্ষ বিশ্বব্যাপী সফলতা লাভ করেছে। তিনি বলেন, আমার জানা ছিল না যে আমার প্রপিতামহ কে ছিলেন। সম্প্রতি আমি আমার পিতৃপুরুষদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করছিলাম। তখন আমি জানতে পারি যে হেনরী মার্টিন ক্লার্ক আমার প্রপিতামহ ছিলেন।

যাহোক, প্রায় আধ ঘন্টা যাবত আমাদের আলোচনা চলতে থাকে। থেমে থেমে ও খুব সাবধানে তিনি আমার সাথে কথা বলছিলেন। আমি ভেবেছিলাম এটা হয়তো তার কথা বলার ধরণ। কিন্তু পরে তিনি আসিফ সাহেবকে বলেন, সাক্ষাতের সময় তিনি খুব আবেগপ্রবণ ছিলেন। এরপর আসিফ সাহেব তাকে পুনরায় বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হেনরী মার্টিন ক্লার্ক সম্বন্ধে যেসব শক্ত ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা তার (মার্টিন ক্লার্কের) জিদের কারনে ছিল। তা হয়েছিল বিতর্কের সময় উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে। সমস্ত বিতর্ক পর্যবেক্ষণের পর মানুষ এটা সহজে অনুমান করতে পারে যে ইসলামের বিজয় হয়েছে। কিন্তু সে হঠকারিতা প্রদর্শন করে বলছিল যে খ্রিস্ট ধর্ম জয়লাভ করেছে। তখন তিনি (আ.) বলেন, দোয়ার মাধ্যমে বিষয়টির মিমাংশা হোক যেন আল্লাহ্ তা'লা সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখান। একথা শুনে সে স্বগোতোক্তির মত বলে উঠল যে- God has certainly shown a sign even today- অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা নিশ্চিতরূপে নিদর্শন দেখিয়েছেন বরং আজও নিদর্শন দেখিয়েছেন। তিনি সাক্ষাতের কথাও উল্লেখ করেছেন। আমি আসিফ সাহেবকে বলেছি পুরো সাক্ষাতকারটি প্রবন্ধাকারে লিখে ফেলুন।

যাহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার কথা আজ এসব ইসলামের শত্রুদের সন্তানদের মুখ থেকে আল্লাহ্ তা'লা প্রকাশ করছেন। শুধু বুঝতে অক্ষম ঐসব মোল্লাগণ যারা ধর্মের ঠিকাদার সেজে বসে আছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমাকে অস্বীকার করা শুধু আমাকে অস্বীকারই নয়, বরং আল্লাহ্ ও তার রসূল (সা.) কে অস্বীকার করা। কেননা সে আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার পূর্বে আল্লাহ্ তা'লাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। সে দেখেছে যে অভ্যন্তরীন ও বাহির থেকে চাপানো বিশৃঙ্খলা অনেক বেড়ে গেছে। খোদা তা'লা তার প্রতিশ্রুতি (সূরা হিজর ১০) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ সত্ত্বেও তাদের সংশোধনের কোন ব্যবস্থা করেননি! অথচ বাহ্যত: সে এ বিষয়ে ঈমান রাখে যে খোদা তা'লা আয়াতে ইস্তেখলাফে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, মূসার উম্মতের ন্যায় উম্মতে মুহাম্মদীয়াতেও খিলাফত ব্যবস্থা জারী করবেন। কিন্তু তিনি (আল্লাহ্) এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেননি এবং বর্তমানে এ উম্মতে কোন খলীফা নেই। শুধু তাই নয়, বরং এটিও স্বীকার করতে হবে, কুরআন করিমে আল্লাহ্ তা'লা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে যে মসীলে মূসা (মূসা সদৃশ) আখ্যা দিয়েছেন সেটিও মিথ্যা (মাআযাল্লাহ্)। কেননা এ উম্মতের পূর্ণ সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যের জন্য চতুর্দশ শতাব্দীতে এ উম্মতে এক মসীহ্ আবির্ভূত হওয়া আবশ্যক ছিল যেরূপ মুসার উম্মতে চতুর্দশ শতাব্দীতে একজন মসীহ্ এসেছিল। অনুরূপভাবে কুরআন করিমের (সূরা জুমা ৪) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ আয়াতকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে হবে। **এতে** আহমদের প্রতিচ্ছায়ারূপে এক আগমনকারীর সংবাদ দেয়া হয়েছে আর এমনভাবে পবিত্র কুরআনের বহু আয়াত রয়েছে যাকে মিথ্যা সাব্যস্থ করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। বরং প্রত্যয়ের সাথে বলছি, আলহামদুলিল্লাহ থেকে আন্ নাস পর্যন্ত পুরো কুরআনকে পরিত্যগ করতে হবে।

অতএব চিন্তা করে দেখ, আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়ীত করা কি কোন সহজ বিষয়? আমি এটা নিজের পক্ষ থেকে বলছি না বরং খোদার পক্ষ থেকে কসম খেয়ে বলছি যে, সত্য এটাই, যে আমাকে পরিত্যাগ করবে আর আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্থ করে, সে মুখে না করুক, কিন্তু নিজের কর্মদ্বারা সমস্ত কুরআনকে মিথ্যা সাব্যস্থ করছে এবং খোদাকে পরিত্যাগ করেছে।

এই বিষয়ের প্রতি আমার এক ইলহামেও ইঙ্গিত রয়েছে '**আনতা মিন্নি ওয়া আনা মিনকা**' নিঃসন্দেহে আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার আবশ্যকীয় ফলাফল দাঁড়ায় খোদাকেই মিথ্যা সাব্যস্থ করা। আর আমাকে গ্রহণ করার মাধ্যমে খোদা তা'লার সত্যায়ন হয়, তাঁর সত্ত্বার প্রতি দৃঢ় ঈমান সৃষ্টি হয়। আর আমাকে প্রত্যাখ্যান করা মূলত আমাকে প্রত্যাখ্যান করা নয় বরং তা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে প্রত্যাখ্যান করারই নামান্তর। এখন আমাকে

মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা এবং অস্বীকারের ধৃষ্টতা দেখানোর পূর্বে একটু ভাবা উচিত, নিজের হৃদয়ের কাছে প্রশ্ন করুক যে সে কাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে?

অতঃপর তিনি (আ.) আবার বলেন (অন্য পুস্তকে), অতএব তোমরা খুব ভালোভাবে স্মরণ রেখো যে, তোমরা এই যুদ্ধে নিজেদেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর ছুড়িকাঘাত করছো, তাই তোমরা অযথাই আগুনে হাত দিওনা কোথাও সেই আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে তোমার তোমার হাতকেই ভস্মীভূত না করে দেয়। নিশ্চিৎ জেনো, এই কাজ যদি কোন মানবের প্রস্তাবিত হতো তাহলে তাকে নিঃশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য অনেকেই জন্ম নিত। আর এটি আদৌ সফলতা লাভ করত না। তোমাদের দৃষ্টিতে কি কখনো এমন মিথ্যাবাদী অতিবাহিত হয়েছে, যে খোদা তা'লার প্রতি এই মিথ্যা আরোপ করে, তিনি আমার সাথে বাক্যালাপ করেন? তারপরও কেউ এত দীর্ঘকাল নিরাপদ থাকবে? পরিতাপ! তোমরা আদৌ ভাবো না, আর কুরআন করিমের সেই আয়াতগুলোও স্মরণ করো না যা স্বয়ং নবী করীম (সা.) সম্বন্ধে আল্লাহ্ জাল্লা শানহু উল্লেখ করেছেন। যেভাবে তিনি বলেন, যদি তুমি এক অনু পরিমাণও আমার প্রতি মিথ্যারোপ করতে তাহলে আমি তোমার জীবন শিরা কেটে দিতাম। অতএব, নবী করীম (সা.) থেকে বেশি প্রিয় খোদার কাছে আর কে আছে যে এতো বড় মিথ্যারোপ করে এখন পর্যন্ত জীবিত আছে বরং ঐশী নিয়ামতে সমৃদ্ধ হয়েছে।

তাই ভাই সকল! অহংকার ও আত্মশ্লাঘা থেকে বিরত হও। আর যে কথা বিশেষভাবে খোদা তা'লার সাথে সম্পর্কযুক্ত সে সকল ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত হটকারিতা প্রদর্শন করবে না। চিরাচরিত অভ্যাস পরিত্যাগ করে এক নতুন মানুষের পরিণত হও, খোদা ভীতির পথে পদচারণা কর, যেন তোমার প্রতি করুনা করা হয় এবং খোদা তা'লা তোমার পাপ ক্ষমা করে দেন। অতএব ভীত হও এবং বিরত হও। তোমাদের মধ্যে কি একজনও বিবেকবান মানুষ নেই? **ওয়া ইন লাম তানতাহু ফাসউফা ইয়াতিয়াল্লাহু বিনাসরিম মিন ইনদিহি ওয়া ইউমাযযিকু আদাআহু ওলা তাযুর্‌রুনাহু শাইআ অর্থাৎ** যদি তুমি বিরত না হও তাহলে অচিরেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বিশেষ সাহায্যের সাথে আসবেন আর নিজ বান্দার সাহায্য করবেন, আর এর শত্রুদের পিশে ফেলা হবে, আর তোমরা তার কোন ধরণের ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধবাদীদের সামান্য হলেও বোধশক্তির উদয় হোক আর এই বাণীকে অনুধাবনকারী হোক- এটিই আল্লাহ্‌র কাছে আমার দোয়া। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীদেরকে সর্বত্র এবং সবধরণের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন। আর আমাদেরকে বেশি-বেশি তাঁর সম্মুখে অবনত হওয়ার এবং দোয়া করার তৌফিক দান করুন।

আমি নামাযের পর আজকেও কিছু গায়েবানা নামাযে জানাযা পড়াবো। যার মধ্যে প্রথম জানাযা হলো মোহতরমা মরিয়ম খাতুন সাহেবার, স্বামীর নাম জনাব যিকরী সাহেব। তিনি লেইয়া জিলার চোবারার অধিবাসীনি। গত ৫ ডিসেম্বর ২০১১ বিকালে আনুমানিক ৫টায় লেইয়ার জামাতে আহমদীয়া চোবারায় কিছু অ-আহমদীরা এই আহমদী পরিবারের উপর আক্রমণ করে যার ফলশ্রুতিতে ঘটনাস্থলেই তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি শহীদ আহমদী নারী। তার ঘর মুরব্বী কোয়ার্টারের সাথে লাগোয়া।

এখানে আরো কিছু আহমদী পরিবাররের বসতিও রয়েছে। কয়েক বছর পূর্বে একই দাগে বিরোধীরাও জমি ক্রয় করেছিল তারপর অর্থবিভাগের সাথে কারসাজি করে মরহুমার পরিবারের নামে জমি স্থানান্তর স্থগিত করে দেয়। আদালতের মামলার শুনানি চলছে। পূর্বেও বিরোধীরা ভূমি দখলের মানসে একবার আক্রমণ করেছিল সফল হয়নি। ঘটনার দিন সেই দল ভূমি দখলে নেয়ার চেষ্টা করে। বাধা দেওয়ার ফলে তিনি মোগরের আঘাতে মারাত্মক আহত হন আর ঘটনাস্থলেই ইন্তেকাল করেন যদিও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুসারে ইটের আঘাতে এমনটি হয়েছে। এসব বিরোধীতা শুধু মাত্র আহমদীয়াতের কারণেই ছিল। তার স্বামীর দুই বোনও এতে আহত হয়েছে। কিন্তু তাদের অবস্থা এখন ভালোর দিকে। মরহুমার বয়স ২৫/২৬ হবে। পেশাগতভাবেই এই পরিবারটি কৃষিজীবি।

১৯৯২ সালে তার শ্বশুর যখন এই জমি ক্রয় করেন তখন সেখান থেকে আহমদী মসজিদের নিকটে অবস্থিত একটি প্লট জামাতকে প্রদান করেন, যেখানে বর্তমানে মুরব্বী কোয়ার্টার অবস্থিত। বিরোধী দল দীর্ঘ দিন থেকে একে দখল করার পায়তারা করছে এবং হাই কোর্ট পর্যন্ত এই মামলা গড়ায়। আর হাই কোর্টেও তারা পরাজিত হয়েছে। পরবর্তিতে তারা পাকিস্তানের রীতি অনুসারে এর রেকর্ড নিজেদের নামে পরিবর্তনের ষড়যন্ত্র করে এবং পরিবর্তন করিয়ে নেয়। কিন্তু মামলা তখনও চলছিল, আর যথেষ্ট উত্তেজনা বিরাজ করছিল। ডিপিও-কে যখন এ সম্পর্কে জামাত অবগত করলো তখন ডিপিও পরিস্কারভাবে বলে দিলেন যে, তিনি অপারগ, তিনি কোনভাবে বিরোধী দলকে অসন্তুষ্ট করতে পারবেন না।

যাহোক, মরিয়ম খাতুন সাহেবার মৃত্যুর পরে নিকটবর্তী জামাত লেইয়ার শেরগায়ে তাঁকে দাফন করা হয়। আর যে তাঁকে হত্য করেছে এবং প্রকৃত অপরাধী সে পুলিশের সহায়তায় পালিয়ে গেছে। মরহুমার স্বামী ব্যতিত অপ্রাপ্ত বয়স্ক তিন সন্তান রয়েছে। বড় ছেলের বয়স ৯, মেয়ে মারিয়া পারভিনের বয়স সাড়ে ছয় বছর এবং আরেকটি সন্তানের বয়স সাড়ে পাঁচ বছর।

দ্বিতীয় জানাযা মোকাররমা আজিমুন্নেসা সাহেবার। স্বামী মরহুম জনাব বাহাদুর খান সাহেব, দরবেশ কাদিয়ান। তিনি ৩ ডিসেম্বর, ২০১১ মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি বিহারের মান্ডিরের অধিবাসীনি ছিলেন। আর তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী মিয়া সাদী খান সাহেব (রা.)-এর পুত্র বধু ছিলেন।

শৈশব থেকেই তিনি কাদিয়ানে যাওয়ার জন্য দোয়া করতেন। আর এর এ মানসে তিনি একটি দীর্ঘ নযমও লিখেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এই দোয়া কবুল করেছেন। এবং বিয়ের পর তিনি ১৯৫২ সালে কাদিয়ানে আসেন। তাঁর নযমের একটি পংতি হলো 'হে খোদা আজিমুন্নেসার বাসনা হলো কাদিয়ান দারুল আমান গ্রামটি অবিলম্বে তাকে দেখিয়ে দাও।'

অত্যন্ত প্রতিকুল ও কঠিন হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর স্বামীর সাথে দরবেশীর যুগ বিশ্বস্থতা এবং একান্ত নিষ্ঠার সাথে অতিবাহিত করেছেন। আর স্বামীর মৃত্যুর পর ২৯ বছরের সুদীর্ঘ কাল তিনি বিধবা অবস্থায় নিতান্তই ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতার সাথে কাদিয়ানের পবিত্র ভূমিতে অবস্থান করেছেন। সন্তানদের তালিম ও সুশিক্ষার বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি তাদের খুব সুন্দরভাবে কুরআন করীম পড়াতেন। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তিনি ৫ মেয়ে এবং ৩ ছেলে রেখে গেছেন। আল্লাহ-তায়ালা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

তৃতীয় জানাযা মোকাররম সোলাইমান আহমদ সাহেবের, মরহুম ইন্দোনেশিয়ার মোবাল্লেগ ছিলেন, হৃদরোগের কারণে তিনি ১লা ডিসেম্বর ২০১১ মৃত্যু বরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ১৯৫৩ সালে জন্ম গ্রহন করেন এবং ১৯৭৮ সালে বয়আত গ্রহণ করেন। ১৯৭৯ সালে জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ার ফাসলে খাসে ভর্তি হন। জানুয়ারী ১৯৮৫ সালে মুবাশ্বের পরিক্ষা পাশ করে ইন্দোনেশিয়ায় ফিরে আসেন। তাহার নিয়োগ ইউভূরে হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তিনি ৯টি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সেবা করার সুযোগ পান মৃত্যুর সময় তিনি বিনডু জামাতে অবস্থান করছিলেন। তিনি বিবি ছাড়াও ৩ বাচ্চা রেখে গেছেন। আল্লাহ-তায়ালা তাদেরকে ধৈর্য্য এবং মনোবল দান করুন এবং মরহূমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

চতুর্থ জানাযা আলহাজ্জ ডি আইয়াম কাহালুন সাহেবের তিনি সিওরালিউনের অধিবাসী। তিনি ২৬শে নভেম্বর ২০১১ তারিখে সংক্ষিপ্ত অসুস্থতার পর মৃত্যু ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি দারিদ্রের মাঝে তার জন্ম হয়। তিনি বলতেন, ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি খালি পায়ে চলাফেরা করেছিলেন। কিন্তু জ্ঞান অর্জনের গভীর স্পৃহা তাকে সফলতার শিখরে পৌঁছে দেয়। আর যৌবনেই সিওরালিউনের প্রডিউস মার্কেটিং বোর্ডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নিযুক্ত হয়েছিলেন। নিজেই পড়ালেখা করেন এবং জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি খুবই উত্তম চরিত্রের অধিকারী, মিশুক এবং মালি কুরবানির ক্ষেত্রে খুবই উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণকারী নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। তিনি উত্তরাধীকারি হিসেবে দুই মেয়ে এবং চার ছেলে রেখে গেছেন। তার বিবি হাজীয়া সালমা কাহলুঁন সাহেবা, লাজনা ইমাইল্লাহ্ সিয়েরালিওনের ন্যাশনাল সদর হিসেবে সেবা প্রদান করার তৌফিক লাভ করছেন। তাঁর এক ছেলে টমি কাহলুঁন সাহেব যিনি এখানে থাকেন এবং খোদ্দামুল আহ্মদীয়ার সাবেক

সদর ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তাঁর পুণ্যসমূহ তাঁর সন্তানদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। তাঁদের সকলের গায়েবানা নামাযে জানাযা নামাযের পর পড়া হবে, ইনশাআল্লাহ।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনূদিত)